গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
Web: www.ntcc.gov.bd

স্মারক নং- স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/ বি.তা.দি. উদযাপন/অংশ-১/০৮/২০২২/১৫৪৪

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২০ জুলাই, ২০২২

গণবিজ্ঞপ্তি

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত মনোনয়ন/আবেদন আহবান

তামাক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের উন্নতি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং এর আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন ও ২০১৩ সালে এ আইন সংশোধন করেছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। এ সকল সাংবিধানিক, আইনী ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০৪০ সালে মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি)। ২০১৪ সাল হতে এনটিসিসি তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ২০২২ সাল হতে নিম্নোক্ত ০৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০টি সম্মাননা প্রদান করা হবে।

নং	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	মনোনয়ন / আবেদনের লিংক	মন্তব্য
১.	সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	১টি	https://forms.gle/Ggcvm9bNH9RwfxfHA	লিংকে কোন সমস্যা হলে এনটিসিসি -কে অবহিত করুন
২.	জেলা টাস্কফোর্স	১টি	https://forms.gle/5Pt9RABT4es7A8vx6	
৩.	উপজেলা টাস্কফোর্স	১টি	https://forms.gle/negjSjApLaEa13zT7	
৪.	শ্রেষ্ঠ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী কর্মকর্তা	১জন	https://forms.gle/5TBG6kSSS5AnDyMLA	
৫.	কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২ জন	https://forms.gle/S8z7N9rs5G7Cr9Dr8	
৬.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১টি	https://forms.gle/Yvy2FugTgbdpCpG7A	
৭.	বেসরকারি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান	১টি	https://forms.gle/6S3v1fZv5j5NSqTc8	
৮.	সাংবাদিক [প্রিন্ট মিডিয়া]	১জন	https://forms.gle/uPvYKHxAj87DgD8D9	
৯.	সাংবাদিক [ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া]	১জন		

তামাক নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার উদাহরণসহ সম্মাননার জন্য প্রস্তাব (মনোনয়ন / আবেদন) আগামী ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে গুগল ফরমে বর্ণিত ছকে পূরণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। প্রয়োজনে গুগল ফরমের ছক এনটিসিসি'র ইমেইলে (ntcc_bangladesh@yahoo.com) প্রেরণ করা যেতে পারে। সম্মাননার জন্য জন্য জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও এ সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২০/০৭/২২

(হোসেন আলী খোন্দকার)
সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
ফোন: ২২৩৩৫৫১৩৫
Email: ntcc_bangladesh@yahoo.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতীয় সম্মাননা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা

ক. প্রারম্ভিক:

তামাক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য হানিকর দ্রব্য নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (এফসিটিসি)তে স্বাক্ষর করেছে এবং 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫' প্রণয়ন করেছে। এ সকল সাংবিধানক, আইনগত ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০৪০ সালে মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাজকে উৎসাহিত করার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি মোট ০৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০টি সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে বাছাই করার সুবিধার্থে সরকার নিম্নরুপ গাইডলাইন প্রণয়ন করলেনঃ

খ. সম্মাননা প্রদানের শ্রেনীসমূহ:

তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত ০৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০টি সম্মাননা প্রদান করা হবে। তবে প্রয়োজনে সম্মাননা কমিটির প্রস্তাবনা অনুসারে পুরস্কারের ক্যাটাগরি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে।

নং	ক্যাটাগরি	সংখ্যা
	সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	১টি
২.	জেলা টাস্কফোর্স	১টি
৩.	উপজেলা টাস্কফোর্স	১টি
৪.	শ্রেষ্ঠ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী কর্মকর্তা	১জন
৫.	কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২ জন
৬.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১টি
৭.	বেসরকারি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান	১টি
৮.	সাংবাদিক [প্রিন্ট মিডিয়া]	১জন
৯.	সাংবাদিক [ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া]	১জন

গ. সম্মাননা প্রদান কমিটি:

১. জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রধানকে আহবায়ক করে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে অনধিক ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে;

২. সম্মাননা প্রদান কমিটি গাইডলাইনে বর্ণিত কার্যক্রম/অবদান বিবেচনা করে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রতিটি সম্মাননার বিপরীতে ০৩টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা প্রস্তুত করে মন্তণালয়ে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে;

৩. মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্মাননা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন।

ঘ. সম্মাননায় যারা বিবেচিত হবে না:

১. ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র আর্টিকেল ৫.৩ আলোকে তামাক কোম্পানি ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/পৃষ্ঠপোষক এই সম্মাননা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ সম্মাননার জন্য বিবেচিত হবে না।

৩. সম্মাননা প্রদান কমিটির সদস্যের নিজে বা নিকট আত্মীয় বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ সম্মাননা প্রাপ্তির প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে না।

৬. সম্মাননা প্রদানে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:-

১. সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান – ১টি

১. সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (যেমন: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত যে কোন সংস্থা) কর্তৃক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
২. ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩. আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি নির্দেশনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ, বিশেষত এফসিটিসি-র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে অবদান।
৪. ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অবদান।
৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে নিজস্ব কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অবদান।
৬. তামাক নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত কোন সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

২. জেলা টাস্কফোর্স – ১টি

১. জেলা টাস্কফোর্সের সভা নিয়মিত আয়োজন।
২. জেলা টাস্কফোর্স সভার প্রতিবেদন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে অবহিত করা।
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৪: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ, ধারা ৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, ধারা ৬ক: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ধারা ৮: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন ও ধারা ১০: তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন ইত্যাদি ধারা অগ্রগতি ও পদক্ষেপ।
৪. শতভাগ ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান করতে কর্মএলাকায় পদক্ষেপ।
৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে শাস্তি ও জরিমানা প্রদান।
৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম ।
৭. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মনিটরিং ও আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।
৮. তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধ ও তামাকজাত দ্রব্যের কর ফাঁকি রোধে উদ্যোগ।
৯. তামাক ব্যবহার পরিত্যাগ এবং তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক উদ্যোগ।
১০. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক প্রদত্ত বাজেটের সফল ব্যয় এবং প্রতিবেদন প্রদান।

৩. উপজেলা টাস্কফোর্স – ১টি

১. উপজেলা টাস্কফোর্সের সভা নিয়মিত আয়োজন।
২. উপজেলা টাস্কফোর্স সংক্রান্ত সভার প্রতিবেদন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে অবহিত করা।
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৪: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ, ধারা ৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, ধারা ৬ক: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ধারা ৮: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন ও ধারা ১০: তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন ইত্যাদি ধারা অগ্রগতি ও পদক্ষেপ।
৪. শতভাগ ধূমপানমুক্ত প্রতিষ্ঠান করতে কর্মএলাকায় পদক্ষেপ।
৫. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে শাস্তি ও জরিমানা প্রদান।
৬. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম ।
৭. আইন মনিটরিং ও আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।
৮. তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধ ও তামাকজাত দ্রব্যের কর ফাঁকি রোধে উদ্যোগ।
৯. তামাক ব্যবহার পরিত্যাগ এবং তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক উদ্যোগ।
১০. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক প্রদত্ত বাজেটের সফল ব্যয় এবং প্রতিবেদন প্রদান।

৪. শ্রেষ্ঠ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী কর্মকর্তা- ১জন

১. বিগত এক বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দৃষ্টান্তমূলক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা,
২. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৪: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ, ধারা ৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, ধারা ৬ক: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ধারা ৮: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন ও ধারা ১০: তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন ইত্যাদি ধারা অগ্রগতি ও পদক্ষেপ।
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও জরিমানা প্রদান।
৪. আইন মনিটরিংসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

৫. কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা – ২জন (সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা/জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর / উপজেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর)

১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৪: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ, ধারা ৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, ধারা ৬ক: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ধারা ৮: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন ও ধারা ১০: তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন ইত্যাদি ধারা অগ্রগতি ও পদক্ষেপ।

২. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা বা নিয়মিত মামলা প্রদান।

৩. আইন মনিটরিং ও আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

৪. জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স-র সভার তথ্য ও ফাইল সংরক্ষন।

৫. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা।

৬. আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতে নোটিশ প্রদান।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান –১টি

১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' বাস্তবায়নের উদ্যোগ।

২. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৪: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ, ধারা ৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, ধারা ৬ক: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ধারা ৮: পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন ও ধারা ১০: তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন ইত্যাদি ধারা অগ্রগতি ও পদক্ষেপ।

৩. তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধান বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাজেটে নিজস্ব অর্থায়ন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫. আইন মনিটরিং ও বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

৭. বেসরকারি সংস্থা – ১টি

১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবায় গুরুত্বপূর্ণ কোন পদক্ষেপ।

২. তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকাশনা, লেখনী, গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রম।

৩. কমিউনিটি পর্যায়ে তামাক বিরোধী সচেতনতা ও আইনের বাস্তবায়ন।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাজেটে নিজস্ব অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

৫. আইন মনিটরিং ও বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

৬. তামাক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক দৃস্টান্তমূলক কার্যক্রম।

৭. তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ।

৮. তামাক পরিত্যাগে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ।

৮. সাংবাদিক (প্রিন্ট মিডিয়া – ১টি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া – ১টি)

১. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা, প্রচারণা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ / প্রচার।

২. তামাক কোম্পানি আইনভঙ্গ বা নীতিতে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ সচেতনতা ও আইনের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ / প্রচার।

৪. আইন মনিটরিং ও বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

চ. **সম্মাননা নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন:** সম্মাননা প্রদানের জন্য উল্লেখিত ক্যাটাগরি ও ক্যাটাগরিতে প্রদত্ত শর্তাবলী সরকার যে কোন সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করিতে পারিবে।

ছ. সম্মাননা প্রদান প্রক্রিয়া:

১. সম্মাননা প্রদান কমিটি প্রতিবছর ১০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে ইমেইল/ওয়েব সাইট/গণমাধ্যমে সম্মাননার জন্য আবেদন/প্রস্তাব আহবান করবে। ২৫ এপ্রিলের মধ্যে কমিটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী মনোনয়ন জমা নিবে।

২. সম্মাননা প্রদান কমিটি সম্মাননা প্রদান করা যায় এমন অনধিক ২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা উপরোক্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তাবনা তৈরি করে ০৫ মে তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করবে।

৩. উপস্থাপিত প্রস্তাবনা অনুসারে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সম্মাননা প্রদানের জন্য ব্যক্তি/পতিষ্ঠানের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে।

৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ প্রধানের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে এ তালিকা চূড়ান্ত করবে।

সম্মাননা প্রদানের এ নীতিমালা ২৩ মে ২০২২ প্রণয়ন করা হ'ল, এ নীতিমালা অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।